দামুড়হুদার দলকা বিলে বোমা হামলা ও মাছ লুটের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দলকা বিলে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি এবং বিপুল পরিমাণ মাছ লুটের অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দলকা মরাগাংনী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি ওমর আলী (৬৫)। তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় ১০ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনের নামে একটি লিখত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সমিতির পক্ষ থেকে সরকারকে বার্ষিক ৪৫ লাখ ২৮ হাজার ১২৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করে দলকা বিলে মাছ চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে একদল ব্যক্তি রাতের আঁধারে জোরপূর্বক বিল থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় বিলের পাহারাদাররা বাধা দিলে তাদের মারধর, গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টা ৩০ মিনিটে কয়েকজন নামীয় আসামিসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জন পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় বোমা, ধারালো রাম দা, চায়না কুড়াল, লোহার পাইপ ও রডসহ বিল এলাকায় উপস্থিত হয়। তারা বিলের ভেতরে চারটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং পাহারাদারদের ধাওয়া দিলে তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।

পরে অভিযুক্তরা বিল থেকে প্রায় ৬০ মণ মাছ ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর দাবি, গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মোট প্রায় ১০০ মণ মাছ লুট করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় ওমর আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয়দের মধ্যে এ ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক

প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, বিল নিয়ে একটা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া সড়কে ডাকাতি, গাড়ির ড্রাইভার নিখোঁজ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি ক্রোকারিজ কোম্পানির ডেলিভারি ভ্যান থামিয়ে দেড় লাখ টাকার কাছাকাছি অর্থ লুট এবং ডেলিভারি ম্যান নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গাড়িচালক ও ডেলিভারি ম্যান ফারুক হোসেন (৪০) এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। পরে তার ব্যবহৃত পণ্যবাহী আলমসাধু গাড়িটি উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।সেই সাথে উদ্ধার হয়েছে তার পরনের লুঙ্গি ও গায়ের পোশাক।

গত সোমবার রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা–হাটবোয়ালিয়া সড়কের বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রাতেই বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। তবে রাতভর অনুসন্ধান চালিয়েও ফারুক হোসেনের সন্ধান মেলেনি।নিখোঁজ ফারুক হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের খালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি গত তিন বছর ধরে বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কর্মরত। সোমবার তিনি মেহেরপুর জেলার মথুরাপুর এলাকায় পণ্য সরবরাহ শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজার বাচ্চু হোসেন। পথে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজার এলাকায় পৌঁছালে বাচ্চু হোসেন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে নেমে যান। এরপর ফারুক একাই আলমসাধু নিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

রাত ৯টার দিকে বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা আলমসাধু থামিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ফারুক হোসেন নিখোঁজ এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানির মালিক জব্বার আলী বলেন, ফারুকের ব্যাগে থাকা ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা ছিল সোমবারের ডেলিভারির বিক্রয়লব্ধ অর্থ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে ভ্যানটি থামিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের পাশাপাশি ফারুককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল তদন্ত শুরু করেছে। সম্ভাব্য ছিনতাই ও অপহরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের মাঠ ও সড়কসংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যাবসায়ীর জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাদকের দুর্গে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হানা দিয়ে মাদকরানী নামে খ্যাত মিন্নির ২বছর কারাদণ্ড দিয়েছে। সেই সাথে ১ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়।

আলমডাঙ্গা ‘মাদকরানী’ নামে অতিপরিচিত কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী মিন্নিকে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অনাদায়ে তাকে অতিরিক্ত ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই সোহাগ-এর নেতৃত্বাধীন চৌকস পুলিশ টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানকালে মিন্নির নিজ বাড়ি থেকে ১৭ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, একটি মোবাইল ফোন এবং মাদক বিক্রির নগদ ৩ হাজার ৫০০ টাকা জব্দ করা হয়। আসামির স্বীকারোক্তি ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় তাকে দণ্ড প্রদান করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্টেশনপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী মহলের সহায়তায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল মিন্নি। একাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সে পুরো এলাকাকে মাদকের আখড়ায় পরিণত করে তোলে। ফলে এলাকায় মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়।একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠে তার ব্যবসায়ীক অংশীদার। রাতারাতি নাম হয়ে ওঠে মাদক রানী।এছাড়াও তার এই মাদক ব্যাবসায়ীতে তার ছোট জামাই আহাদ আলি সকল অপকর্ম দেখভাল করে আসছে।মিনি ও তার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে স্টেশন এলাকায় মাদকের অভয়ারণ্যে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর কিছু দিন আগেও এসআই সোহাগ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)- এর সঙ্গে প্রায় আধা কিলোমিটার দৌড়ে মিনির মেয়ে ‘আলোমতি’ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে এলাকায় প্রশংসা কুড়ান। এছাড়াও ড্রাইভার আব্দুল্লাহ আল আমিন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে আসামির পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

অভিযান শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী বলেন,“যুবসমাজকে রক্ষা করতে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের একটি টিম ও মোবাইল কোর্টের বেঞ্চ সহকারী তারিকুল ইসলাম।

ঐতিহ্য ও উৎসবের আমেজে

দামুড়হুদা ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পিঠা উৎসব উদযাপিত

দামুড়হুদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম বিদ্যাপীঠ ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব-২০২৬। মঙ্গলবার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন এক টুকরো গ্রামের পল্লী বাংলায় পরিণত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা পরিদর্শক মোত্তাসিন বিল্লাহ। উপজেলা ভূমি অফিসের ক্যাশিয়ার ইসমত তোহা, সার্টিফিকেট পেশকার আনিসুর রহমান,সাহিরুল শেখ, সায়রাত সহকারী এবং কম্পিউটার অপারেটর মশিউর রহমান। এসময় ভূমি অফিসের প্রতিনিধিগণ এসি ল্যান্ড মহোদয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান এবং পিঠা উৎসবের আয়োজকদের সাধুবাদ জানান। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাচ বাংলা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার সুনীল কুমার নাথ,এ্যসিসট্যান্ট চ্যানেল অফিসার চঞ্চল কুমার শাহাসহ দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ,ব্র্যাক অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বিপুল সংখ্যক অভিভাবকবৃন্দ।

গ্রামের বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে শিক্ষার্থীরা ৬টি দৃষ্টিনন্দন পিঠা উৎসবের স্টল সাজিয়েছিল। স্টলগুলোর সৃজনশীল নাম ও পিঠার বৈচিত্র্য সবার নজর কেড়েছে যেমন,পল্লীর ছোঁয়া,পিঠার সাতকাহন,কুড়েঘরে পিঠা,নবান্নের ঘ্রাণ,পিঠা বিলাস,বসন্তের ফুলঘর ও চা। স্টল গুলোতে ভাপা পিঠা,দুধপুলি,পাকান,ডিম সুন্দরী,রসকদম,জামাই পিঠা,নকমীপিঠা,তালের বরা,ছাঁচ পিঠা,ফলকাটা পিঠা,রসের পিঠা,কদম সুন্দরী, গাজরের হালুয়া, পুডিং, চিতই, পাটিসাপটা, ভাজাপুলি,গোলাপসুন্দরী, তারাপিঠাসহ নানা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসাবে জেলা শিক্ষা পরিদর্শক অফিসার মোত্তাসিন বিল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, “শিক্ষার পাশাপাশি এ ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের শেকড় এবং

সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে।”

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুন নাহার বলেন, পিঠা উৎসবের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য উপস্থাপনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষুদে উদ্যোক্তা তৈরি করায় মূলত এই উৎসবের আয়োজন।যাতে তারা নিজেদের পন্য কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে,সজ্জিত করতে হবে,প্রফিট করতে হবে তা শিখতে পারে।একজন শিক্ষার্থী কে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মক্ষম করে তোলার চেষ্টাই হলো বিদ্যালয়টির সামগ্রীক প্রচেষ্টা।

শীতের শেষে এবং বসন্তের আগমনে এই পিঠা উৎসব ছিল এক মিলনমেলা। স্টলগুলোতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার স্বাদ আমন্ত্রিত অতিথিদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

দামুড়হুদায় পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সার্বিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৪টার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল-এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার নিলীমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা মৎস্য অফিসার

বিল্লাল হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার প্রতিনিধি এসআই সবুজ উদ্দীন, দর্শনা থানার প্রতিনিধি এসআই আরিফুল ইসলাম, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক শামসিয়া ফাহমিদা রহমান, দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন অফিসার রাশিদুল ইসলাম, উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ মামুনুর রশীদ সহ সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় রমজান মাসে বাজার মনিটরিং জোরদার, ভেজাল ও অতিরিক্ত মূল্য আদায় রোধ, পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, রমজানে সাধারণ মানুষের স্বস্তি নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও জনদুর্ভোগ কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভা শেষে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল-এর

সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার নিলীমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা মৎস্য অফিসার বিল্লাল হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার প্রতিনিধি এসআই সবুজ উদ্দীন, দর্শনা থানার প্রতিনিধি এসআই আরিফুল ইসলাম, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক শামসিয়া ফাহমিদা রহমান, দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন অফিসার রাশিদুল ইসলাম, উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ মামুনুর রশীদ সহ সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রাত ১২টা ১ মিনিটে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, প্রভাতফেরি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, দোয়া মাহফিল এবং পুরস্কার বিতরণী সহ নানা আয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থেকে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান। সভা শেষে সার্বিক প্রস্তুতি ও দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

দর্শনায় প্রবাসীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি বদ্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় হুমায়ুন হোসেন

নামে এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর কাছ থেকে (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) ৫০০ রিঙ্গিত ও ২০ হাজার বাংলাদেশি টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছিনতাইকারীর কবলে পড়া হুমায়ুন হোসেন কিশোরগঞ্জ জেলার শেওড়া গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে।

ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে হুমায়ুন হোসেনের ভাষ্যমতে, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের রাজু আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া ছিলেন। রাজু তার পরিবারের সমস্যা ও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা ধার নেয় এবং এক মাস পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু রাজু তা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরাচ্ছে।

আমার পাওনা ধারের টাকা নিতে রবিবার আমি চুয়াডাঙ্গার ধান্যঘরায় রাজুর বাড়িতে যাই। এ সময় রাজুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বসার পর রাজু বলে, ‘আমার ভাই রানা তোমাকে টাকাটা দেবে, তুমি রানার সঙ্গে যাও।’ তখন রানা আমাকে একটি বাসার ভেতরে নিয়ে যায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে এলোপাতাড়িভাবে মারধর শুরু করে এবং আমার কাছে থাকা মালয়েশিয়ার ৫০০ রিঙ্গিত ও বাংলাদেশি নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় দর্শনা থানা পুলিশকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারে অভিযানে নামে।দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, এ ব্যাপারে থানায় হুমায়ুন হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

দামুড়হুদায় স্কুল দপ্তরিকে

কুপিয়ে জখম, আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামে হারুন-উর রশিদ (৩৯) নামে এক স্কুল দপ্তরিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহত হারুন-উর রশিদ নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের ক্লাবপাড়ারর শাহাজান আলীর ছেলে। তিনি হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি হিসেবে কর্মরত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা আগে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি মোটরসাইকেল নিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। দপ্তরি হারুন-উর রশিদ বিদ্যালয়ের সামনে একটি দোকানে গেলে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত হারুন-উর রশিদ জানান, সকালে বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন শেষে নাস্তার জন্য বাইরে বের হলে মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপাতে থাকে। তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা

দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হামলার কারণ কিংবা হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: শাপলা খাতুন জানান, আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিশেষ করে দুই হাত ও পেটে গুরুতর ক্ষত পাওয়া গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা জখম

আলমডাঙ্গায় নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা মারাত্মক জখম হয়েছে।আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী বাগানপাড়ায় ঘরোয়া বিরোধে নেশাখোর ছেলের হামলায় বাবা গুরুতর জখম হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে ছেলের হামলায় আমীর হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর রক্তাক্ত ও জখম হয়েছেন। তিনি পেশায় দিনমজুর ও পাখিভ্যানচালক। অভিযুক্ত ব্যক্তি হামলাকারী তার বড় ছেলে টিপু সুলতান (৩০)। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নিজ বাড়িতে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত আমীর হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে সে নেশা করে আমার কোন খোঁজখবর রাখে না। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তাকে নির্যাতন করেছে। সোমবার ছাগল বিক্রির টাকা চাইতে গেলে ছেলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাতের চেষ্টা করলে তিনি সরে যান , তখন শাবলের আঘাত তার চোখে লাগে। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর তিনি আইনের আশ্রয় চেয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, টিপু সুলতান বাবার কাছ থেকে কেনা ছাগলের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মারধর করেন। স্থানীয়দের ভাষ্য , অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে নেশায় জড়িত ছিলেন, যা ঘটনার পেছনে প্রভাব ফেলতে পারে। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত আমীর হোসেনকে উদ্ধার করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন।

চিকিৎসকদের মতে, তার চোখে গুরুতর আঘাত রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল-এ রেফার্ড করা হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা অভিযুক্ত টিপু সুলতানকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দর্শনায় ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ মিরাজুল ইসলাম (২১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মিরাজুল দর্শনা ইসলাম বাজারপাড়া এলাকার আবু সিদ্দিকের ছেলে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের অপু ফার্মেসির সামনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফ উদ্ধার করে পুলিশ। একই দিন তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।